ভোরের কাগজ

তারিখ ... 24 JUN 2003 ...
পৃষ্ঠা ... ১১ কলাম ... ৩ ...

ছাত্রী উপবৃত্তি বিষয়ক গোলটেবিল বৈঠক

শিক্ষকদের দুর্নীতির কারণ সিস্টেম

কাগজ প্রতিবেদক : 'ছাত্রী উপবৃত্তির প্রভাব' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে বক্তারা উপবৃত্তির ক্ষেত্রে দুর্নীতিরোধে উপবৃত্তি থেকে স্কুলের টিউশন ফি-কে আলাদা করার প্রস্তাব করেছেন। বক্তারা বলেন, একজন ছাত্রীর উপবৃত্তির বিপরীতে ১৫ টাকা পাওয়ার লোভে অনেক স্কুলের শিক্ষকরা দুর্নীতির আশ্রয় নিচ্ছেন। গোলটেবিল বৈঠকে এসব দুর্নীতির সঙ্গে স্কুলের প্রধান শিক্ষকদের সম্পৃক্ততার কথা উল্লেখ করলে ঢাকা এবং ঢাকার বাইরের বিভিন্ন স্কুলের প্রধান শিক্ষকগণ তার বিরোধিতা করেন।

তারা বলেন, প্রধান শিক্ষকদের সম্পর্কে ঢালাওভাবে মন্তব্য করা ঠিক নয় এবং সিস্টেমের কারণেই অনেক শিক্ষক দুর্নীতি করতে বাধ্য হন বা অনেককে দুর্নীতি করতে বাধ্য করানো হয়। শিক্ষকরা কেন দুর্নীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছে সে সম্পর্কে গবেষণা হওয়ার বিষয়ে বক্তারা একমত প্রকাশ করেছেন।

গতকাল রোববার নারী উদ্যোগ কেন্দ্র আয়োজিত নগরীর এলজিইডি ভবনে অনুষ্ঠিত গোলটেবিল বৈঠকে বক্তারা একথা বলেন। নারী উদ্যোগ কেন্দ্রের আর্থিক সহায়তায় সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট সার্ভিসেস পরিচালিত 'ইমপ্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট অফ ফিমেল এডুকেশন স্টাইপেন্ড প্রজেক্টস ইন বাংলাদেশ' শীর্ষক গবেষণাপত্র বৈঠকে উপস্থাপন করা হয়। গবেষণাটি করেছেন ড. নুৎফুর রহমান এবং ড. মুখলেসুর রহমান। বৈঠকে গবেষণাপত্রের বিস্তারিত আলোচনা করেন সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট সার্ভিসের রিসার্চ কনসালটেন্ট ড. মুখলেসুর রহমান।

বৈঠকে বিশেষ আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোহাম্মদ জুনাইদ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের 'ফিমেল সেকেন্ডারি স্কুল এসিসটেন্স প্রজেক্ট' এর পরিচালক ড. গোলাম রসুল মিয়া, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের 'সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট' এর কনসালটেন্ট ড. মিরিয়াম বেইলী। গোলটেবিল বৈঠকে স্বাগত বক্তব্য উপস্থাপন করেন নারী উদ্যোগ কেন্দ্রের চেয়ারম্যান শিক্ষাবিদ তাবাসসুম শাহানাজ সাথাওয়াত এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সংগঠনের নির্বাহী পরিচালক মাসুদা খাতুন শেফালী।

বৈঠকে বক্তারা ছাত্রীদের উপবৃত্তির টাকার পরিমাণ বাড়ানোর সুপারিশ করে বলেন, উপবৃত্তিতে একজন ছাত্রী যা টাকা পায় তা দিয়ে একটি কামিজও বানানো যায় না। বক্তারা বলেন, উপবৃত্তি পাওয়ার লোভে স্কুলে ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও শিক্ষার গুণগতমানের খুব একটা পরিবর্তন হয়নি।

বৈঠকে অধ্যাপক মোহাম্মদ জুনাইদ বলেন, ছাত্রী উপবৃত্তির পাশাপাশি শিক্ষার গুণগতমানের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। উপবৃত্তির সঙ্গে টিউশন ফি সম্পর্ক বাতিল প্রসঙ্গে সরকার চিন্তাভাবনা করছে বলে তিনি জানান। তিনি আরো বলেন, শিক্ষাক্ষেত্রে ভয়ভীতি বা শাস্তির মাধ্যমে শিক্ষার মান উন্নয়ন সম্ভব নয়। সে জন্য সবার মধ্যে জাতীয় চেতনা থাকতে হবে।

শিক্ষার সার্বিক মান উন্নয়নে তিনি সমাজের সকল স্তরের জনগণের সহযোগিতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। ড. গোলাম রসুল মিয়া বলেন, উপবৃত্তি বিষয়ক প্রকল্পগুলোতে প্রাথমিক পর্যায়ে লক্ষ্য ছিল ছাত্রীর সংখ্যাগত দিক বৃদ্ধি করা। কিন্তু বর্তমানে প্রকল্পগুলোতে শিক্ষার গুণগতমানের দিকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

তিনি জানান, বর্তমানে ৫টি প্রকল্পে প্রায় ৪৮ লাখ মেয়ে উপবৃত্তি পাচ্ছে, তাতে সরকারের খরচ হচ্ছে সাড়ে ৩শ থেকে চারশ কোটি টাকা। তিনি বলেন, শিক্ষার গুণগতমান কিভাবে বাড়বে, শিক্ষাক্ষেত্রে কেন দুর্নীতি হচ্ছে, দুর্নীতি রোধের উপায় কি প্রভৃতি বিষয়কে ফোকাস করে গবেষণা হওয়া প্রয়োজন।

তিনি শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়নে সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচির বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি বৈঠকে উপস্থাপিত গবেষণার সমালোচনা করে বলেন, এতো স্বল্প পরিসরের গবেষণাপত্র থেকে দেশের সামগ্রিক চিত্র বোঝার উপায় নেই।

উল্লেখ্য, আলোচ্য গবেষণাটি দেশের ৬টি বিভাগের মোট ২৪ জন প্রধান শিক্ষক, ৪৮ জন শিক্ষক, ৪৮ জন অভিভাবক, ২৪ জন স্কুল ম্যানেজিং কমিটির সদস্য এবং মোট ২৪০ জন ছাত্রীর ওপর পরিচালিত হয়েছে।

বৈঠকে মাসুদা খাতুন শেফালী গবেষণা সম্পর্কে বিভিন্ন সমালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে জানান, সময় এবং বাজেট স্বল্পতার জন্য গবেষণাটি স্বল্প পরিসরে পরিচালিত হয়েছে। তবে তিনি আশা প্রকাশ করেন, বৈঠকের আলোচকবৃন্দ এই গবেষণার বিভিন্ন সুপারিশমালার আলোকে নীতিনির্ধারণীতে পরিবর্তন আনয়ন করবেন এবং ভবিষ্যতে এই গবেষণার আলোকে আরো ও অনেক গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা পরিচালিত হবে।

বৈঠকে ছাত্রী উপবৃত্তির পাশাপাশি গরিব ছাত্রদেরকেও উপবৃত্তি দেওয়ার বিষয়ে বক্তারা সুপারিশ করেছেন। উপবৃত্তির ক্ষেত্রে দুর্নীতি রোধে বক্তারা সরকারের মনিটরিং সিস্টেমের ওপরও গুরুত্ব আরোপ করেছেন। বক্তারা বলেন, উপবৃত্তির ক্ষেত্রে অনেক সময়ই যেসব মেয়ের পরীক্ষায় ৪৫ শতাংশ নম্বর নেই অথবা ৫৫ দিন ক্লাসে উপস্থিতি নেই, তাদেরকেও অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে মূল লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হচ্ছে না।